প্রথম আলো

তারিখ 3 AUG 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ব্যাপক ছাত্র-বিক্ষোভ, ভাঙচুর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ২৫ আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ব্যাপক ছাত্র-বিক্ষোভ ও সহিংসতার মুখে গতকাল বৃহস্পতিবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে ছাত্রদের এবং আজ শুক্রবার সকাল নয়টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হল থেকে বুধবার রাতে এক শিক্ষার্থীকে আটকের ঘটনায় পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। এ সময় পুলিশের ছররা গুলিতে পাঁচ শিক্ষার্থী আহত হলে রাতেই ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা রাতভর ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাঙচুর ও ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন। বিষয়টি নিয়ে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের কয়েক দফা বৈঠকের পরও সমঝোতা না হওয়ায় ঈদের ছুটি এগিয়ে এনে বিশ্ববিদ্যালয় ২৫ আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণ অনুসন্ধান ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে সহ-উপাচার্যকে প্রধান করে ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাতে পুলিশের গুলিতে পাঁচ শিক্ষার্থী আহত হওয়ার পর ক্যাম্পাসে ভাঙচুর শুরু হয়। এ সময় উপাচার্যের গাড়িসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে ৮-১০টি গাড়ি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, জহির রায়হান মিলনায়তন, কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া, নতুন ও পুরাতন প্রশাসনিক ভবন, প্রক্টরের কার্যালয়, নতুন কলাভবন, মীর মশাররফ হোসেন হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের বাসার জানালার কাচ ভাঙচুর করা হয়। শিক্ষার্থীরা মীর মশাররফ হোসেন হলের প্রাধ্যক্ষকে তাঁর বাসায় অবরুদ্ধ করে রাখেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নেতা সাকাম হোসেন ও নাহিদুর রহমান জানান, পুলিশ সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই হল থেকে একজন শিক্ষার্থীকে আটক করলে শিক্ষার্থীরা বাধা দেন। এ বিষয়ে জানতে তাঁরা কয়েকজন হল প্রাধ্যক্ষের বাসভবনে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পুলিশ আসে। বিষয়টি জানতে পেরে আরও কিছু শিক্ষার্থী সেখানে গেলে পুলিশ তাঁদের লক্ষ্য করে ছররা গুলি ছোড়ে।

গতকাল সকাল থেকেই শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। বেলা দেড়টার দিকে তাঁরা মহাসড়ক দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তিক ফটকের সামনে গেলে সেখানে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া শুরু হয়। শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। একপর্যায়ে পুলিশ পিছু হটলে শিক্ষার্থীরা ওই ফটক দিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে তাঁরা খাদেদা জিয়া হলের পাশে শিক্ষকদের বাসভবনের সামনে অবস্থানরত কয়েকজন পুলিশ সদস্যের ওপর চড়াও হন। এ সময় বিল্লাল হোসেন নামের এক পুলিশ সদস্য আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে আওলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এস এম বদরুল আলম জানান।

শিক্ষার্থীরা প্রক্টরসহ প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগ, মীর মশাররফ হোসেন হলের প্রাধ্যক্ষের পদত্যাগ, ঘটনার জন্য উপাচার্যের ব্যর্থতার দায়ভার স্বীকার করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

ব্যাপক ছাত্র-বিক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা, ছাত্রদের অধিকার রক্ষা ও আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়াসহ আট দফা দাবি জানান। বেলা দেড়টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত প্রশাসনের একটি দলের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিদের কয়েক দফা বৈঠক হয়। বৈঠক ফলপ্রসূ না হওয়ায় জরুরি সিন্ডিকেট বসে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

উপাচার্য আনোয়ার হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীরা আহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সহ-উপাচার্যসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আলোচনা করে অবরোধ প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীরা মারমুখী হয়ে ওঠায় আত্মরক্ষার্থে পুলিশের গুলি ছোড়া ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এ ক্ষেত্রে কোনো অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

বুধবার রাত সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ছাত্রলীগের কর্মী তাহমিদুল ইসলামকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা। এ ঘটনায় রাত ১১টার দিকে মীর মশাররফ হোসেন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী সাদেকুল ইসলামকে পুলিশ আটক করে। হলের অন্য শিক্ষার্থীরা তখন পুলিশের কাছ থেকে সাদেকুলকে ছাড়িয়ে নেন। এরপর শিক্ষার্থীরা হলের প্রাধ্যক্ষ এমদাদুল হকের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর মীর মশাররফ হোসেন হলের সামনে পুলিশ এলে শিক্ষার্থীরা তাঁদের ধাওয়া করে। জবাবে পুলিশ ছররা গুলি ছুড়লে পাঁচ শিক্ষার্থী আহত হন।

ডিন নির্বাচন স্থগিত: উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পূর্বনির্ধারিত গতকালের ডিন নির্বাচন স্থগিত করা হয়। নির্বাচনের তারিখ পরে জানানো হবে।